লেখকের কথা

ইসলামের বিশেষত্ব হলো এই—মানবজীবনে যত ধরনের সমস্যা রয়েছে সকল কিছুর যথাযথ ও সুন্দর সমাধান এতে রয়েছে। মিরাস তথা মৃতের ত্যাজ্যসম্পদ কোন খাতে কীভাবে ব্যয়িত হবে এবং এর সঙ্গে কার কী অধিকার সম্পৃক্ত—এ বিষয়টিও মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রসঙ্গ। এখানেও রয়েছে ইসলামের অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ও কল্যাণকর নীতিমালা, যা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে মিরাস নিয়ে সমাজে কোনো ধরনের বিবাদ ও বিরোধ দেখা দিত না। প্রত্যেক হকদার তার ন্যায়সংগত অধিকার লাভ করত অনায়াসে।

কিন্তু ইসলামের নীতিমালা কাঙ্ক্ষিতরূপে অনুসৃত না হওয়ার কারণে এ বিষয়ে আমাদের সমাজে নিত্যদিন অনেক রকম কলহ লেগে আছে। আপনজনদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে পড়ছে। সামান্য অর্থের লোভে পারস্পরিক রক্তের সম্পর্ককে ছিন্ন করতেও দ্বিধা করছে না মানুষ। সামাজিক এ ক্ষতের একমাত্র চিকিৎসা হলো ইসলামের অনুশাসন পুরোপুরি মেনে চলা। তাই আমাদের জানতে হবে, মিরাস বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী এবং কী নির্দেশনা আল্লাহ তাআলা আমাদের দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে মিরাস বিষয়ে বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য *উত্তরাধিকার : বিধান ও বণ্টনপদ্ধতি* নামে একটি বইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যাতে আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের যাবতীয় বিধান এবং ওয়ারিশগণকে তাদের অধিকার বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যেসকল হিসাবনিকাশ ও নিয়মকানুন প্রয়োজন, সেসবের আলোচনা করা হয়েছে, কিছুটা সহজ আঙ্গিকে ও বিস্তারিতভাবে। আশা করি, মাদরাসা শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বোদ্ধা পাঠকগণও সে বইটি থেকে বিপুল উপকৃত হবেন।

তবে আমরা উপলব্ধি করেছি, ওই বইয়ে মিরাস-সম্পর্কিত সকল সমস্যার সমাধান থাকলেও বাস্তব জীবনে কার্যকর করার সময় উদ্ভূত কোনো কোনো সমস্যার সমাধান সেখান থেকে বের করাটা সবার জন্য সহজ হবে না। কারণ বইটি শাস্ত্রীয় ভাবধারায় লেখা হয়েছে। অধিকন্তু আমরা লক্ষ করেছি, মিরাস বিষয়ে আমাদের সমাজে অনেক ভুল ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে আছে, যার ব্যাপারে মুসলিমদের বিশেষভাবে সতর্ক করা একান্ত দরকার। এসব বিবেচনায় মনে হয়েছে—সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া এ জাতীয় বিষয়গুলোকে পৃথক মলাটে আলোচনা করা অধিক উপকারী হবে। ফলে শুভাকাঙ্ক্ষীদের মতামত ও পরামর্শ জেনে বক্ষ্যমাণ বইটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

বইটিতে মোট তিনটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে মিরাসের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব ও বিবিধ প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক আলোচনা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে মিরাস বণ্টনে প্রচলিত ভুল ও তার নিরসন। শেষ অধ্যায়ে সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে মিরাসের শারয়ি নীতিমালা।

আশা করি, বইটি মিরাস বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা অর্জন ও তা বাস্তবায়নের সময় দেখা দেওয়া অসংগতিগুলো বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, সেইসাথে পাঠকগণ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা জানতে পারবেন। সামান্য খেদমতটুকু কবুল করে নেবেন—আল্লাহ তাআলার কাছে অধমের প্রত্যাশা এটুকুই।

এখানে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি মাওলানা সাবের চৌধুরীকে। বইকে সুখপাঠ্য করতে তিনি এর ভাষার দিকটি যত্ন সহকারে দেখে দিয়েছেন। সেইসাথে আস্থাশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সমকালীন প্রকাশন বইটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় সমকালীন পরিবারের প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এবং আরও যারা বিভিন্নভাবে এ কাজে সাহায্য করেছেন তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন।

মুফতি মাহবুবুর রহমান

উস্তায ও মুফতি, দারুল ফিকরি ওয়াল ইরশাদ, ঢাকা।

সূচিপত্র

শুরুর আগে ১৭

প্রথম অধ্যায়

মিরাস : পরিচয়, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব ২০

মিরাস কী? ২০

মিরাসের বৈশিষ্ট্য ২১

মিরাসের বিধান না মানার শাস্তি ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

মিরাস বণ্টনে প্রচলিত ভুল ও তার নিরসন ৩২

পালকসন্তানকে ওয়ারিশ করা ও ঔরসজাত সন্তান হিসেবে পরিচয় দেওয়া ৩২

তথ্য গোপন করে কোনো ওয়ারিশকে ওয়ারিশ হিসেবে না দেখানো অন্যায় ৩৪

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করলে মিরাস থেকে বঞ্চিত হয় না ৩৫

মোহরানা আদায় না করা আত্মসাতের শামিল ৩৫

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী মোহরানা মাফ করলে মাফ হয়ে যাবে ৩৫

মৃত্যুকালে মোহরানা মাফ করলে তা গ্রহণযোগ্য নয় ৩৬

স্ত্রীর ত্যাজ্যসম্পদ বিষয়ে একটি প্রচলিত ভুল	৩৬
মায়ের মিরাসে মেয়েরা কি ছেলেদের থেকে সমান বা বেশি পায়?	৩৬
স্বামীর দেওয়া সাংসারিক খরচের টাকা দিয়ে তৈরি অলংকারের মালিক কে?	৩৭
স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুর পর মালিকানা নিয়ে বিরোধ হলে করণীয়	৩৭
ছেলের টাকায় পিতার নামে ক্রয়কৃত জমির মালিক কে হবে?	৩৮
মিরাস বণ্টনে বয়সের কোনো ভূমিকা নেই	৩৯
ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ পাওয়ার অর্থ	৩৯
হাঙ্গামা বা দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের টাকা বণ্টন করার নিয়ম	৩৯
প্রভিডেন্ট ফান্ডের মিরাস	৪০
খালওয়াত বা নির্জনবাসের পূর্বে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী মোহর ও মিরাস পাবে	৪১
অন্তিম-অসুস্থতা বা মরযে মউতে বিয়ে করলে স্ত্রীর মিরাস	৪১
অন্তিম-অসুস্থতায় তালাক দিলে স্ত্রীর মিরাসের বিধান	৪২
অন্তিম অসুস্থতায় তালাকের শপথ করলে মিরাসের বিধান	৪৩
জারজ সন্তানের মিরাস	৪৪
কারও মৃত্যুর পূর্বে তার কোনো ওয়ারিশ মুরতাদ হয়ে গেলে তার মিরাস	৪৫
মৃতের পক্ষ থেকে ঋণ আদায় করা প্রসঙ্গে কয়েকটি জরুরি মাসআলা	৪৫
মৃত ব্যক্তির কাজা নামাজ-রোজা ইত্যাদির অসিয়ত বাস্তবায়ন-সম্পর্কিত মাসআলা	৪৯
সম্পদ দীর্ঘদিন কারও ভোগদখলে থাকার কারণে অন্যের মিরাসের অধিকার বিলুপ্ত হবে না	৫০
বরাদ্দকৃত রাষ্ট্রীয় সম্পদের মিরাস	৫০
হারাম সম্পদের মিরাস	৫০
পেনশনের টাকার মিরাস	৫১
লা-ওয়ারিশ ব্যক্তির আমানতের বিধান	৫১
মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার পর ওয়ারিশদের জন্য সম্পদ হেবা করা জায়েয নয়	৫১
মুরতাদের জন্য অসিয়ত গ্রহণযোগ্য নয়	৫২
ফাঁসির দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামির ক্ষেত্রে মৃত্যুশয্যাশায়ীর বিধান প্রযোজ্য হবে না	৫২

দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতা কি অন্তিম অসুস্থতা হিসেবে গণ্য হবে?	৫২
ত্যাজ্য করার দ্বারা সন্তান মিরাস থেকে বঞ্চিত হয় না	৫৩
মিরাস বণ্টনে বিলম্ব করার পরিণতি	৫৩
মিরাস দাবি করার কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করা হারাম	৫৫
গচ্ছিত আমানত মৃত্যুর পর নির্দিষ্ট কাউকে বুঝিয়ে দেওয়ার কথা বলে গেলে করণীয়	৫৫
মৃতের ওয়াকফ ও অসিয়ত কার্যকর না করা মারাত্মক অপরাধ	৫৫
পিতার মৃত্যুর আগে কোনো ওয়ারিশের 'মিরাস নেব না' বলার কোনো মূল্য নেই	৫৬
কোনো ওয়ারিশকে মৃত্যুর পর মিরাস না পাওয়ার শর্তে কিছু সম্পদ দিয়ে গেলে তার বিধান	৫৬
বোনদের সম্পদ হাতিয়ে নেওয়ার নানান কৌশল	৫৭
নারীদের মধ্যে মিরাসের বিষয়ে উদাসীনতা এবং সামাজিক কিছু কুপ্রথা	৫৮
নারীদের আরও একটি গাফিলতি	৬১
স্ত্রী নিজেকে স্বামীর সমস্ত অস্থাবর সম্পদের মালিক মনে করা অন্যায়	৬৩
স্বামী মারা যাওয়ার পর সমস্ত সম্পদ স্ত্রী নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা সঠিক নয়	৬৩
সম্পদ বণ্টনের পূর্বে অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের বিয়ে সম্পন্ন করা	৬৪
মা বেঁচে থাকায় পিতার সম্পদ বণ্টন না করা	৬৫
মৃত্যুর পূর্বে ওয়ারিশদের সম্পদ দিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে	**৬৬**
সম্পদ হেবা করার পর তা ফেরত নেওয়ার বিধান	৭০
পিতাদের প্রতি আমাদের দুটি পরামর্শ	৭২
জোর করে কিংবা কৌশলে সম্পদ লিখে নেওয়া অমানবিক	৭২
মৃত্যুর পর ভাইবোন মালিক হওয়ার ভয়ে মেয়েদের নামে সমস্ত সম্পদ লিখে দেওয়া	৭৩
কাউকে নমিনি করলে সে অর্থের মালিক হয় না	৭৩
এতিমের মালিকানাধীন সম্পদের ব্যবহার ও সংরক্ষণ	৭৪
মিরাস সূত্রে প্রাপ্ত বণ্টনপূর্ব যৌথ মালিকানাধীন দোকানের মুনাফার বিধান	৭৭
নাস্তিক, কমিউনিস্ট ও ইসলাম নিয়ে বিদ্রুপকারী সন্তান মুসলিম পিতামাতার ওয়ারিশ হবে না	৭৮

হিজড়ার মিরাস ৮০

তৃতীয় অধ্যায়

মিরাসের শারয়ি নীতিমালা ৮৪
ত্যাজ্যসম্পদের সঙ্গে-সম্পর্কিত অধিকারসমূহ ৮৪
ওয়ারিশদের মিরাস লাভের সূত্রসমূহ ৮৮
ওয়ারিশ পরিচিতি ও তাদের শ্রেণিবিন্যাস ৯০
যাবিল ফুরুজের পরিচয় ৯০
আসাবার পরিচয় ৯১
যাবিল আরহামের পরিচয় ৯৭

মৃতের সম্পদে আমি ওয়ারিশ কিনা কীভাবে জানব ১০০
যাবিল ফুরুজ কোন অবস্থায় কোন অংশটি পায় ১০১
রদ ও আওল ১০৫

যাবিল ফুরুজ, আসাবা ও যাবিল আরহাম না থাকলে ১০৯

মিরাসের কয়েকটি মূলনীতি ও তৎসংশ্লিষ্ট বিধান ১১৪
মিরাস লাভের জন্য মুরিসের মৃত্যু ও ওয়ারিশের জীবিত থাকা নিশ্চিত হতে হবে ১১৪
এই মূলনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটি বিধান ১১৪
মিরাস থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণসমূহ না থাকা আবশ্যক ১২০

প্রচলিত আইনে পৌত্রের মিরাস : একটি পর্যালোচনা ১২৭
(প্রচলিত আইন) ধারা-৪। উত্তরাধিকার (Succession) ১২৭
ইসলামে দারিদ্র্য ও অসহায়ত্ব মিরাসের ভিত্তি না হওয়ার কারণ ১৩১
ইসলাম দাদাকে প্রথম থেকেই এতিমের দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে ১৩৩
দাদার মৃত্যুর পর এতিমের দায়িত্ব তার অন্য অভিভাবক ও ওয়ারিশদের ওপর ১৩৩
খলিফাতুল মুসলিমিনকে এতিম-অসহায়দের সর্বোচ্চ অভিভাবক নির্ধারণ করা ১৩৫
এতিমদের জন্য মিরাস নয়, একজন অভিভাবকের বেশি প্রয়োজন ১৩৬

নারী উন্নয়ন নীতিমালা ও নারী-পুরুষের সমান অধিকার ১৩৭
নারী উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সনদ কী ও কেন ১৩৮
বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন : সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ১৩৮
নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০০৮ এর অনুমোদন ১৩৯
মুসলিমদের প্রতিক্রিয়া এবং পরবর্তী অবস্থা ১৪০
সরকারের প্রতি আবেদন এবং মুসলিমদের সজাগ থাকার আহ্বান ১৪১

মিরাস বণ্টনে প্রচলিত ভুল ও তার নিরসন

'মিরাসের বিধান না মানার শাস্তি' শিরোনামে বেশ কিছু কুরআনের আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে আমরা দেখেছি, মিরাসের বিধান অমান্য করার পরিণতি কত ভয়াবহ! তাই এ বিষয়ে কোনো অবহেলা যে, আমাদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনের জন্য ধ্বংসাত্মক—এ কথা নতুন করে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। এও মনে রাখতে হবে, মিরাস ঐচ্ছিক কোনো বিষয় নয়; আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ও অবশ্যপালনীয়। তাই মুমিন হিসেবে এ ব্যাপারে আমাদের উদাসীনতা ও বিচ্যুতি মোটেও স্বাভাবিক নয়।

কিন্তু দুঃখজনক হলো, আমাদের সমাজে মিরাস বণ্টনে অনেক অসংগতি ও বিচ্যুতি লক্ষ করা যায়। কিছু অসংগতির সূত্রপাত হয় ত্যাজ্যসম্পদ রেখে যাওয়া মৃত মানুষটির কর্মকাণ্ড ও কথাবার্তা থেকে। কিছু সৃষ্টি হয় ওয়ারিশদের স্বেচ্ছাচারিতার দরুন। আবার কোনো কোনো সমস্যা সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রচলিত ইসলামবিরোধী নিয়মনীতি ও ধ্যানধারণার ফলে জন্ম নেয়। এখানে আমরা সেসব অসংগতির বিষয়ে প্রয়োজনীয় মাসআলাগুলোর ওপর আলোকপাত করব। শরিয়তের বিধান না জানা কিংবা ভুল বোঝাবুঝির ফলে ওয়ারিশদের মাঝে যে বিরোধগুলো সৃষ্টি হয়, আলোচনা করব সেসব নিয়েও।

পালকসন্তানকে ওয়ারিশ করা ও ঔরসজাত সন্তান হিসেবে পরিচয় দেওয়া

ইসলামে সন্তান বলতে ঔরসজাত সন্তানকেই বোঝায়। তাই পালকসন্তান নিজের সন্তান নয়, সন্তান হিসেবে ওয়ারিশ হওয়ার সুযোগ নেই। কারা ওয়ারিশ হবে আর কারা হবে না ইসলামি শরিয়ত মতে তা সুবিদিত ও বিধিবদ্ধ; এতে রদবদলের কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং ওয়ারিশ নয় এমন কাউকে ওয়ারিশ বানানোর প্রচেষ্টা পরিত্যাজ্য ও গর্হিত কাজ।

এমন কাজে লিপ্ত হওয়ার অর্থ হলো আল্লাহ তাআলা যাদেরকে ওয়ারিশ করেছেন, তাদের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে অন্য কাউকে প্রদান করা। এটা সীমালঙ্ঘন ও জুলুম।

অতএব পালক সন্তানকে নিজের সন্তান হিসেবে পরিচয় দেওয়া, তার জন্ম নিবন্ধন, আইডি কার্ড বা এ জাতীয় পরিচয়পত্রে জন্মদাতা পিতামাতার নাম উল্লেখ না করে লালনপালনকারী দম্পতিকে পিতামাতা হিসেবে দেখানো, যার সাহায্যে পালকসন্তানের জন্য মিরাস দাবি করার আইনি সুযোগ সৃষ্টি হয়—এসব সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।[১]

মিরাস প্রসঙ্গ ছাড়াও সন্তানকে তার প্রকৃত পিতার সাথে সম্বন্ধিত না করে অন্য কারও সাথে সম্বন্ধিত করে ডাকার ব্যাপারে ইসলামে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۝٤ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝٥

তোমাদের পালক পুত্রদেরকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের আপন-পুত্র বানাননি। এগুলো তোমাদের মুখের কথামাত্র। আল্লাহ সত্য বলেন এবং তিনি কেবল সঠিক পথেরই সন্ধান দেন। (এখন থেকে) তোমরা তাদেরকে ডাকবে তাদের পিতৃপরিচয়ে। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটাই অধিক সংগত। তোমরা যদি তাদের পিতৃপরিচয় না জানো, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই ও বন্ধু। এ ব্যাপারে তোমরা কোনো ভুল করে ফেললে, তোমাদের গুনাহ হবে না। কিন্তু মনে এর সুপ্ত ইচ্ছা থাকলে, ভিন্ন কথা (অর্থাৎ সেক্ষেত্রে গুনাহ হবে)। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল; অতি দয়ালু।[২]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার পিতা নয় এমন কাউকে জেনেবুঝে পিতা বলে পরিচয় দেয়, তার জন্য জান্নাত হারাম।'[৩]

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৮; সুরা নিসা, আয়াত : ৫৮

[২] সুরা আহযাব, আয়াত : ৪-৫

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৬৭৬৬

সুতরাং নিজের সন্তান নয় এমন কাউকে সন্তান বলে পরিচয় দেওয়া অথবা পিতা নয় এমন কাউকে পিতা বলে ডাকা শরিয়তে জায়েয নেই। অবশ্য যেখানে মানুষের ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকবে না সেখানে কোনো ব্যক্তি যদি রূপক অর্থে কাউকে পিতা বা মাতা বলে ডাকে, তা নাজায়েয হবে না। যেমন শ্বশুরকে পিতা এবং শাশুড়িকে মা বলে ডাকা। কিন্তু যেখানে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকবে সেখানে এটা করা যাবে না।[১]

তথ্য গোপন করে কোনো ওয়ারিশকে ওয়ারিশ হিসেবে না দেখানো অন্যায়

সমাজে এমনও দেখা যায়, মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্যসম্পদ বণ্টন করার সময় বা ওয়ারিশ সার্টিফিকেট তৈরি করতে গিয়ে বিশেষ কোনো ওয়ারিশকে আড়াল করা হয় বা আলোচনায় আনা হয় না। এটা কখনো পরিকল্পিতভাবে স্বেচ্ছায় করা হয়, কখনো মাসআলা না জানার কারণে ভুল বুঝে করা হয়। আবার কখনো বয়োবৃদ্ধ ওয়ারিশকে এই মনে করে ওয়ারিশ হিসেবে দেখানো হয় না যে, কদিন পর মারা গেলে তার সম্পদ এমনিতেও তো অন্য ওয়ারিশদের অধিকারে চলে আসবে। উদাহরণত এমন কয়েকটি পরিস্থিতি তুলে ধরা হচ্ছে—

» যে ক্ষেত্রে সৎ মায়ের সন্তান তথা বৈপিত্রেয় ভাইবোন মিরাস পায়, সেক্ষেত্রে পায় না মনে করে তাদেরকে বাদ দেওয়া।

» বয়োবৃদ্ধ দাদিকে বাদ দিয়ে পৌত্র-পৌত্রীদের সম্পদ বণ্টন করে দেওয়া।

» দূরে অবস্থানকারী যোগাযোগবিচ্ছিন্ন কোনো ওয়ারিশকে বাদ দিয়ে অন্যরা সম্পদ ভাগ করে নেওয়া ইত্যাদি।

এ ধরনের কাজ সম্পূর্ণ বেআইনি ও হারাম। এর থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। প্রকৃত ওয়ারিশকে আড়ালে না রেখে বা বাদ না দিয়ে তাদের অধিকার তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়ে দিতে হবে।

আমাদের কাছে ফারায়েজ-সংক্রান্ত মাসআলা জানতে এসে মানুষ যখন ওয়ারিশদের বিবরণ দেয়, তখন কারও কারও বিবরণে আমাদের সন্দেহ হয়। সেসময় তথ্য উদঘাটনের জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন করার পর আমরা বুঝতে পারি, প্রশ্নকারীর দেওয়া বিবরণের বাইরে মৃত ব্যক্তির আরও ওয়ারিশ রয়েছে। আমরা তাদেরকে পুরো বিবরণটা আবার শুদ্ধ করে লিখে দিতে বলি। তারপরই কেবল প্রশ্নের উত্তর দিই। আমরা যখন যোগাযোগবিচ্ছিন্ন আত্মীয়দের মিরাস পাওয়ার প্রসঙ্গে কথা বলি,

---

[১] *আহকামুল কুরআন*, থানবি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৯১; ইদারাতুর কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়া কর্তৃক প্রকাশিত।

তখন প্রশ্নকারী ওয়ারিশদের কেউ কেউ আপত্তি তোলেন—আমরা তাদেরকে পাব কোথায়? অথচ পাওয়ার জন্য তারা একটু খোঁজ নিয়েও দেখেনি! আসল কথা হলো, তারা খোঁজ নিতেই রাজি নয়। এরূপ মনোভাব বর্জনীয়।

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করলে মিরাস থেকে বঞ্চিত হয় না

অনেকে মনে করেন, বিধবা নারীর অন্যত্র বিবাহ হলে সে পূর্ব স্বামীর ত্যাজ্যসম্পদের মিরাস পায় না। অনেক জায়গায় তাকে বঞ্চিত করার সামাজিক রেওয়াজও আছে। ফলে স্বামী মারা যাওয়ার পর মিরাস ঠিক রাখার জন্য নারী অন্য কাউকে বিবাহ না করে সারাজীবন বৈধব্য জীবনযাপন করে। এ সময়গুলোতে সংসার পরিচালনার কষ্টের পাশাপাশি মরহুম স্বামীর আত্মীয়স্বজনের দ্বারা তাকে নানাভাবে নির্যাতিতও হতে হয়। এই অমানবিক আচরণ ও কুসংস্কার বর্জন করা আবশ্যক। শরিয়তের বিধান হলো, স্বামী মারা যাওয়ার পর স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করুক বা যেখানেই থাকুক সে মিরাস পাবে এবং তাকে তার পাওনা বুঝিয়ে দিতে হবে।

মোহরানা আদায় না করা আত্মসাতের শামিল

স্বামীর আগে স্ত্রী মারা গেলেও স্বামীকে মৃত স্ত্রীর মোহরানা আদায় করতে হবে। দুঃখজনক হলো, অনেকে তা করে না, এমনকি এটি যে আদায় করতে হবে সে অনুভূতিও কারও কারও মধ্যে থাকে না। অথচ এই মোহরানা মৃত স্ত্রীর ত্যাজ্যসম্পদের অংশ। এর মধ্যে স্বামীর অংশ যেমন রয়েছে, অন্যান্য ওয়ারিশেরও অংশ রয়েছে। এ সূত্র ধরে ওই দেনমোহরের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে স্ত্রীর ভাইবোন পর্যন্ত অংশ পায়। সুতরাং স্বামী যদি সাধারণ বিষয় মনে করে মোহরানাকে স্ত্রীর ত্যাজ্যসম্পদের হিসেবে না আনেন, তাহলে এর হিস্যা থেকে অন্য ওয়ারিশকে বঞ্চিত করার কারণে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎকারী বলে সাব্যস্ত হবেন।[১]

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী মোহরানা মাফ করলে মাফ হয়ে যাবে

কারও প্রাপ্য অধিকার মাফ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, কারও দ্বারা কোনোপ্রকার চাপ সৃষ্টি ছাড়া পাওনাদার সন্তুষ্টচিত্তে মাফ করা। দেনাদারের বেঁচে থাকা আবশ্যক নয়। সুতরাং স্বামী মারা যাওয়ার পর স্ত্রী স্বেচ্ছায় ও বিনা জোর-জবরদস্তিতে মোহরের অধিকার মাফ করে দিলে তা মাফ হয়ে যাবে। পরবর্তীতে সে তা ত্যাজ্যসম্পদ থেকে উসুল করতে পারবে না।[২]

---

[১] *আদ-দুররুল মুখতার*, আলাউদ্দিন আল-হাসকাফি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২০০, এইচ এম সাইদ কর্তৃক প্রকাশিত।

[২] *কিতাবুল ফাতাওয়া*, ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৯৩; কুতুবখানা নাইমিয়া, দেওবন্দ কর্তৃক প্রকাশিত।

মৃত্যুকালে মোহরানা মাফ করলে তা গ্রহণযোগ্য নয়

সমাজে এই অসংগতিটিও লক্ষ করা যায়—স্ত্রীর মৃত্যু-মুহূর্তে স্বামীর মোহরানা মাফ করে দিতে বলা হয়। স্ত্রী তখন তা মাফ করে দেয়। স্বামী এই মাফ করাকে যথেষ্ট ভেবে নিজেকে দায়মুক্ত মনে করেন। ফলে মৃত্যুর পর স্ত্রীর কোনো ওয়ারিশ মোহরানার অর্থ দাবি করলে তিনি তা আদায় করতে অস্বীকার করেন। শরিয়তের দৃষ্টিতে এটি ভুল। মৃত্যু-মুহূর্তে স্ত্রী তার প্রাপ্য মোহরানা মাফ করলেও তা মাফ হয় না। সুতরাং স্বামীর জন্য তা আদায় করা আবশ্যক।[১]

স্ত্রীর ত্যাজ্যসম্পদ বিষয়ে একটি প্রচলিত ভুল

স্ত্রী পিতার বাড়িতে মারা গেলে অনেক সময় দেখা যায় তার অস্থাবর সম্পদগুলো পিতার বাড়ির লোকজন নিয়ে নেন। স্বামী-সন্তানগণ তা থেকে কিছুই পান না। অপরদিকে শ্বশুর বাড়িতে মারা গেলে এ জাতীয় জিনিসগুলো নিয়ে নেন শ্বশুরবাড়ির লোকজন। তখন বঞ্চিত হন স্ত্রীর পিতামাতা বা ভাইবোন। শরিয়তের দৃষ্টিতে এটি অন্যায়। বিধান হলো, স্ত্রী যেখানেই মারা যাক, তার ছোটবড়, স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পদ ত্যাজ্যসম্পদ বলে গণ্য হবে এবং তাতে সকল ওয়ারিশ অংশ পাবে। সুতরাং সম্পদগুলো কোনো এক পক্ষ এককভাবে গ্রহণ করার সুযোগ নেই। পরিপূর্ণরূপে কুরআন-সুন্নাহর বিধান অনুযায়ী বণ্টন করতে হবে। এরপর তালাশ করে সকল ওয়ারিশকে তার হক বুঝিয়ে দিতে হবে।

মায়ের মিরাসে মেয়েরা কি ছেলেদের থেকে সমান বা বেশি পায়?

মায়ের সম্পদে ছেলেমেয়েরা কতটুকু অংশ পায় এ নিয়ে সমাজে নানা কথা প্রচলিত আছে। কিছু লোকের ধারণা, মায়ের সম্পদে ছেলেদের কোনো অংশ নেই। সমস্ত সম্পদের হকদার মেয়েরাই হবে। কেউ কেউ মনে করেন, মায়ের সম্পদ থেকে মেয়েরা ছেলেদের দ্বিগুণ পায়। আবার কারও ধারণা হলো, মায়ের সম্পদ ছেলে এবং মেয়ে সমানহারে পায়। এসব ধারণার কোনোটিই সঠিক নয়। কোত্থেকে এবং কীভাবে এ অলীক কথাগুলো সমাজে রটেছে, তা আল্লাহই ভালো জানেন। শরিয়তের সিদ্ধান্ত হলো, পিতার সম্পদ থেকে যেমন ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ পায়, তদ্রূপ মায়ের সম্পদ থেকেও ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ পাবে। ছেলেমেয়ের মাঝে পিতামাতার সম্পদ বণ্টন-নীতিতে কোনো পার্থক্য নেই।

---

[১] *শারহুল মাজাল্লাহ*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৭; মাকতাবায়ে রশিদিয়া কর্তৃক প্রকাশিত; *রদ্দুল মুহতার*, ইবনু আবিদিন, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১১৩, এইচ এম সাইদ কর্তৃক প্রকাশিত; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া*, আলমগির, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩১৩; মাকতাবায়ে মাজেদিয়া কর্তৃক প্রকাশিত।

স্বামীর দেওয়া সাংসারিক খরচের টাকা দিয়ে তৈরি অলংকারের মালিক কে?

যারা বিদেশে থাকেন বা দূরে কোথাও চাকরি করেন, তারা সাধারণত কিছুদিন পর পর সাংসারিক খরচ বাবদ স্ত্রীদের কাছে টাকাপয়সা পাঠান। স্ত্রীরা অনেক সময় সে টাকা থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে অলংকার বা বিভিন্ন জিনিস ক্রয় করেন। পরবর্তীতে স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যু হলে সেগুলোর মালিকানা নিয়ে ওয়ারিশদের মাঝে দেখা দেয় বিরোধ।

এসব অলংকার ও বস্তু-সামগ্রীর বিষয়ে ইসলামি শরিয়তের ফয়সালা বুঝতে হলে প্রথমে জানতে হবে, স্বামী তার স্ত্রীকে যে টাকা দিয়েছে তা কী হিসেবে দিয়েছে? স্বামী যদি এই মনোভাব থেকে দিয়ে থাকেন—স্ত্রীর কাছ থেকে এ টাকার হিসাব নেওয়া হবে না এবং কিছু বাঁচলে সেগুলোর মালিক স্ত্রীই হবে, তাহলে জমানো টাকা দিয়ে ক্রয়কৃত সম্পদের মালিক স্ত্রীকেই ধরা হবে। স্ত্রী মারা গেলে সেগুলো তার ত্যাজ্যসম্পদ হিসেবে তার ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টন করা হবে। পক্ষান্তরে স্বামী যদি স্ত্রীর কাছ থেকে এ টাকার হিসাব নেন এবং খরচের পর অতিরিক্ত টাকা ফেরত চান, তাহলে সঞ্চিত টাকা ও অলংকারের মালিকানা স্বামীর বলেই বিবেচিত হবে। স্বামী মারা যাওয়ার পর স্ত্রী সেগুলো কুক্ষিগত করে রাখতে পারবেন না। বরং স্বামীর ত্যাজ্যসম্পদ হিসেবে তার সকল ওয়ারিশের মাঝে যথানিয়মে তা বণ্টন করা হবে।[১]

স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুর পর মালিকানা নিয়ে বিরোধ হলে করণীয়

স্ত্রী মারা যাওয়ার পর বিশেষ কোনো জিনিস ত্যাজ্যসম্পদের অন্তর্ভুক্ত কিনা—এ নিয়ে স্বামীর সঙ্গে অন্যান্য ওয়ারিশের মতবিরোধ হতে পারে। অনুরূপ সমস্যা দেখা দিতে পারে স্বামী মারা গেলেও। যেমন, স্ত্রী মারা যাওয়ার পর কোনো জিনিসের ব্যাপারে স্বামী দাবি করল—এটির মালিক আমি, আমার স্ত্রী নয়। অন্য ওয়ারিশরা বলল, আপনার স্ত্রী এটির মালিক ছিল, তাই এখন তা ত্যাজ্যসম্পদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অথবা স্বামী মারা যাওয়ার পর স্ত্রী দাবি করল—জিনিসটির মালিকানা আমার স্বামীর ছিল না। আমিই এর মালিক। কিন্তু অন্য ওয়ারিশরা তা অস্বীকার করল।

এ ধরনের মতবিরোধ নিষ্পত্তির পন্থা হলো—যদি সাক্ষী-প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় জিনিসটির মালিকানা মৃত ব্যক্তির ছিল, তাহলে তা ত্যাজ্যসম্পদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি জীবিত স্বামী বা স্ত্রীর মালিকানা বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে সে-ই পাবে।

কিন্তু সাক্ষী-প্রমাণ না থাকলে তখন দেখতে হবে জিনিসটি কোন ধরনের। যদি নারী-সংশ্লিষ্ট বা নারীদের ব্যবহার্য কোনো বস্তু হয়, তাহলে স্ত্রীর মালিকানাধীন

---

[১] *আদ-দুররুল মুখতার*, আলাউদ্দিন আল-হাসকাফি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২০০, এইচ এম সাইদ কর্তৃক প্রকাশিত।